সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬১
WEEKLY BOOKLET:261

বুযুর্গানে দ্বীনের বানীসমগ্র

আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানার পদ্ধতি ০২

সৌভাগ্যবান কে? ০৬

বরকত শূণ্য করে দেয় এমন তিনটি বিষয় ১৯

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীসমগ্র

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে, যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, ২/৭২, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত কা'আবুল আহবার رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❀ যে বান্দা **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না আর বিনয়ও প্রকাশ করে না তবে **আল্লাহ পাক** সেই বান্দা থেকে তার দুনিয়াবী উপকারীতাও আটকে দেন আর তার জন্য জাহান্নামের একটি স্তর খুলে দেন, **আল্লাহ পাক** চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪১৯)

www.dawateislami.net

❁ কিতাবুল্লায় তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা খুবই মহত্বপূর্ণ, যে এর সুরক্ষা নিশ্চিত করলো সে **আল্লাহ পাকে**র সত্যিকার বান্দা আর যে তা নষ্ট করলো, সে **তাঁর** সত্যিকার শত্রু: (১) নামায (২) রোযা ও (৩) ফরয গোসল।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৮৬, নম্বর ২২৪৮)

হযরত মায়মুন বিন মেহরান رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ দোষ অন্বেষণকারীরা নিকৃষ্ট লোক হয়ে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৯৫, নম্বর ৪৮৭২)

❁ যে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেনো তার আমলের ব্যাপারে ভাবে, কেননা তার আমল যেমন, তেমনি তার মর্যাদা হবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৭, নম্বর ৪৮২৯)

❁ জ্ঞানী ও মুর্খ উভয়ের সাথে বিতর্ক করো না, কেননা যদি জ্ঞানীর সাথে করো তবে সে তার জ্ঞান তোমার থেকে আটকে রাখবে আর যদি মূর্খের সাথে করো তবে সে তোমার উপর রাগ করবে। **(নাদ্বরাতুন নাঈম, ৯/৪৩৮৪)**

❁ যে কুরআনে পাকের অনুসরন করবে তবে কুরআন তার দিক-নির্দেশনা করতে থাকবে, এমনকি জান্নাতে পৌঁছে দিবে এবং যে কুরআনকে ছেড়ে দেয়, কুরআন তাকে ছেড়ে দেয় না বরং তার পিছু নিতে থাকে। এমনকি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৭, নম্বর ৪৮২৮)**

www.dawateislami.net

❁ দুনিয়ায় দুই ধরনের লোকের জন্যই সফলতা রয়েছে: তাওবাকারীর জন্য এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে আমলকারীর জন্য। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৮৬, নম্বর ৪৮২৩)

❁ হে যুব সমাজ! নিজের যৌবন ও কর্মদক্ষতায় নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যে ব্যয় করো এবং হে বৃদ্ধ! এখন কোন জিনিষের অপেক্ষা করছো?

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৯০, নম্বর ৪৮৪৬)

❁ আমি আমার জীবনে এক দিরহাম সদকা করা, আমার মৃত্যুর পর কেউ আমার পক্ষ থেকে একশত দিরহাম সদকা করা থেকে বেশি পছন্দনীয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৯০, নম্বর ৪৮৪৭)

❁ যে নিয়তির (ভাগ্যের) উপর সন্তুষ্ট নয়, তার মূর্খতার কোন চিকিৎসা নেই। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৬৬)

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ দুই সতিনের মতো, একজনকে সন্তুষ্ট করা হলে তবে অপরজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৩, নম্বর ৪৭২০)

❁ অসৎ ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ ভাঙ্গা কলসির মতো, যা ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৬৪)

www.dawateislami.net

❁ যে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে নিজের পায়ের নিচে রাখলো, শয়তান তার ছায়া থেকেও পালিয়ে বেড়ায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৬৩, নম্বর ৪৭৫৯)

❁ যে ব্যক্তি আখিরাতের আমলের পরিবর্তে দুনিয়া প্রার্থনা করে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তরকে উল্টিয়ে দেন আর তার নাম জাহান্নামীদের রেজিস্টারে লিখে দেন।

(তাম্বিহুল মুগতারিন, ২৩ পৃষ্ঠা)

❁ বিপদ মুমিনের জন্য এমন, যেমন চতুষ্পদ প্রাণীর জন্য পায়ের বেড়ি (শিকল)। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৯, নম্বর ৪৭৪০)**

❁ যে ব্যক্তি কোন বিপদে গ্রেফতার হয়ে গেলো, নিঃসন্দেহে সে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام পথে চলে গেলো। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৯, নম্বর ৪৭৪১)**

❁ আমি এক হাওয়ারীর কিতাবে পড়েছি: যখন তোমাকে বিপদের সম্মুখীন করা হবে বা বললেন: পরীক্ষা গ্রহণকারীদের পথে পরিচালিত করা হলো তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করো, কেননা নিঃসন্দেহে তোমাকে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও সালেহীনদের পথে পরিচালিত করা হলো আর যখন তোমাকে ভদ্রতা ও সহজতার পথে পরিচালিত করা হয় তখন নিঃসন্দেহে তোমার জন্য আম্বিয়া ও সালেহীনদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ নির্বাচন করা হয়েছে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৯, নম্বর ৪৭৪২)**

www.dawateislami.net

❁ শয়তানের আদম সন্তানের মধ্যে অধিক ঘুমানো ও অধিক আহারকারী ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পছন্দ।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৬১, নম্বর ৪৭৫২)

❁ যার সহনশীলতা তার কুপ্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য লাভ করেছে সেই হলো মহান আলিম। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৬৩, নম্বর ৪৭৫৯)

হযরত শুমাইত বিন আজলান رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখে, তার দুনিয়ার অভাব ও সমৃদ্ধির কোন তোয়াক্কা থাকে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৩, নম্বর ৩৫১৭)

❁ হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন শুমাইত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত শুমাইত বিন আজলান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: **আল্লাহ পাক** মুমিনের ক্ষমতা তার অন্তরে রেখেছেন, তার অঙ্গে নয়, তোমরা কি দেখো না যে, এক বৃদ্ধ দূর্বল ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদত করে আর কোন (মুনাফিক) যুবক তা করতে অপারগ হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৩, নম্বর ৩৫১৮)

❁ মানুষ তিন ধরনের: (১) যারা শুরু থেকেই নেকীর কাজে লিপ্ত থাকে আর এতে স্থায়ীত্ব লাভ করে, এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেয়, তারা নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত, (২) যারা প্রথম জীবনে তো গুনাহ ও উদাসীনায়

www.dawateislami.net

অতিবাহিত করে কিন্তু অতঃপর তারা তাওবা করে নেয়, তারা ডান পাশের লোকদের (অর্থাৎ জান্নাতীদের) অন্তর্ভূক্ত আর (৩) যারা প্রথম থেকেই গুনাহে লিপ্ত থাকে আর (তাওবা করা ব্যতীত) দুনিয়া থেকে চলে গেলো, তারা বাম পাশের লোকদের (অর্থাৎ জাহান্নামীদের) অন্তর্ভূক্ত।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৫, নম্বর ৩৫২৯)

হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ খাবার খাওয়ানো ও ভালো কথা বলা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। **(মওসুয়াতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/১৯৩, নম্বর ৩০৪)**

❁ সন্তানদের সাথে বেশি হাসি ঠাট্টা করোনা! অন্যথায় তাদের কাছে তোমার গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে যাবে।

(মওসুয়াতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/২৩৮, নম্বর ৩৯৩)

❁ নিশ্চয় মাগফিরাতকে ওয়াজিবকারী বিষয়ের মধ্যে একটি হলো ক্ষুধার্ত মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৭৪, নম্বর ৩৬০০)

❁ হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন আমলটি আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয়? বললেন: মুমিন বান্দাকে খুশি করা। জিজ্ঞাসা করা হলো: এছাড়া অন্য কোন বিষয় যেটাতে আপনার স্বাদ অর্জন হয়? বললেন: (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য খরচ করা।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৭৫, নম্বর ৩৬০২)

www.dawateislami.net

❁ **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: ঐ লোকেরা কোথায়, যারা নিজেকে ও নিজের কানকে ক্রীড়া কৌতুক এবং বাদ্যযন্ত্র থেকে বাঁচাতো, তাদেরকে জান্নাতী বাগানে প্রবেশ করাও। অতঃপর ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: "তাদেরকে আমার হামদ ও সানা শুনাও আর বলো: এখন তাদের না আছে কোন ভয়, না আছে কোন বেদনা।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৭৬, নম্বর ৩৬১১)

হযরত যায়িদ বিন আসলাম رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**কে ভয় করে তবে মানুষ না চাইতেও তাকে ভালবাসে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৫৮, নম্বর ৩৮৮১)**

❁ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করে সম্মান প্রদর্শন করে তবে **আল্লাহ পাক** নিজের জান্নাতের পাশাপাশি তাকে সম্মান দান করেন এবং যে ব্যক্তি অবাধ্যতা ছেড়ে **আল্লাহ পাকে**র সম্মান প্রদর্শন করে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে এমনভাবে সম্মান দান করেন যে, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না। তিনি আরো বলেন: **আল্লাহ পাকে**র সাহায্য প্রার্থনা করো, **তিনি** তোমাকে নিজের ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দিবেন, না তোমার চেয়ে বড় কেউ **আল্লাহ পাকে**র প্রার্থনাকারী হবে আর না তোমার চেয়ে বেশি কেউ **তাঁর** মুখাপেক্ষী হবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৫৭, নম্বর ৩৮৭৭)**

www.dawateislami.net

হযরত ইব্রাহিম নাখয়ি رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে এত দান করবেন যা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৮/২৭৯)

❁ **আল্লাহর** শপথ! আমি কুপ্রবৃত্তির চাহিদা ও নিজের মতের অনুসরনকারীদের কথা ও কাজে সামান্য পরিমাণও কল্যাণও দেখি না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৪৭, নম্বর ৫৪১৭)

❁ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আমলে বৃদ্ধিই করাকেই পছন্দ করতেন যে, কোনভাবে যেন আমল কম না হয়, যাতে অটলতা অব্যাহত থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৫৫, নম্বর ৫৪৬৬)

❁ যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কোন জানাযায় উপস্থিত হতেন, তখন কয়েকদিন পর্যন্ত বেদনাগ্রস্ত থাকতেন এবং এই বেদনা তাঁদের মাঝে স্পষ্টভাবে দেখা যেতো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৫৩, নম্বর ৫৪৫৯)

❁ যখন আমরা কোন জানাযায় যেতাম বা কারো মৃত্যুর ব্যাপারে শুনতান তখন আমরা কয়েকদিন পর্যন্ত তার বেদনায় জর্জরিত থাকতাম, কেননা আমরা জানি যে, সে ঐসকল ব্যাপারের সম্মুখিন হয়েছে, যা তাকে জান্নাতের দিকে

www.dawateislami.net

নিয়ে যাবে অথবা দোযখের দিকে আর তোমাদের অবস্থা এমন যে, তোমরা নিজেদের জানাযায় দুনিয়ার কথা বলছো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৫৪, নম্বর ৫৪৬০)

❁ যদি বান্দা নিজের গুনাহের ন্যায় নিজের ইবাদত গোপন করে তবে **আল্লাহ পাক** তার ইবাদতকে প্রকাশ করে দিবেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৫৪, নম্বর ৫৪৬১)

হযরত সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে ব্যক্তি নেক কাজে হারাম সম্পদ খরচ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে প্রশ্রাব দিয়ে কাপড় পাক করে, কাপড় পানি দ্বারাই পাক হয়ে থাকে এবং গুনাহকে শুধু হালালই মিটিয়ে দিতে পারে। (কিতাবুল আকবর, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

❁ যতক্ষণ প্রবল **খোদাভীতি** থাকবে না, ইবাদতের শক্তি ও ইবাদতের উপর অটলতা কারো অর্জিত হতে পারে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৪০০, নম্বর ৯০৯৪)

❁ ইলম এই কারণেই অর্জন করা হয়, যাতে এর মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভয় এবং তাকওয়া অর্জন হয়, এই কারণে ইলমকে ফযীলত দেয়া হয়েছে, যদি এমন না হতো তবে তাও অন্যান্য সকল জিনিসের ন্যায় কোন গুরুত্ব রাখতো না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৪০০, নম্বর ৯০৯৫)

www.dawateislami.net

হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ ইলমের প্রথম স্তর হলো মনোযোগ দিয়ে শুনা অতঃপর নিরবতা অবলম্বন করা এরপর স্মরণে রাখা অতঃপর এর উপর আমল করা এবং এরপর তা প্রসার করা।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩২৪, নম্বর ১০৬৯৪)

❁ যখন কোন আলিম "لَا اَدْرِیْ" (অর্থাৎ আমি জানিনা) বলা ছেড়ে দেয়, তবে ধ্বংসে পতিত হয়ে যায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩২৪, নম্বর ১০৬৯৬)

❁ গীবত ঋণ থেকে বেশি মারাত্মক, ঋণ তো পরিশোধ করে দেয়া যায় কিন্তু গীবত ফিরিয়ে দেয়া যায় না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩২৪, নম্বর ১০৭০০)

❁ ঐ জায়গা নিকৃষ্ট, যেখানে বান্দা গুনাহ করতে থাকে আর তাওবা করা ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩২৮, নম্বর ১০৭১৭)

❁ হিকমত তিনটি বিষয় দ্বারা আসে: ﴾১﴿ নিরব থাকা ﴾২﴿ মনোযোগ দিয়ে শুনা আর ﴾৩﴿ সংরক্ষণ করা দ্বারা এবং তিনটি স্বভাবের কারণে হিকমতের ফলাফল লাভ হয়: ﴾১﴿ স্থায়ী ঘরের (জান্নাত) দিকে ফিরে যাওয়া ﴾২﴿ প্রতারণার ঘর (দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা এবং ﴾৩﴿ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩০, নম্বর ১০৭২৯)**

www.dawateislami.net

❁ হিকমত সম্পন্নদের সাথে বসো, কেননা তাঁদের মজলিশ হলো গণিমত, তাঁদের সহচর্য হলো নিরাপত্তা আর তাঁদের বন্ধুত্ব হলো সম্মানের। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৪, নম্বর ১০৭৪৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে ব্যক্তি ওলামাদের নিকৃষ্ট মনে করলো, তার আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তারিখুল ইসলাম লিল যাহবী, ১২/২৩২)

❁ যেখানে বলার প্রয়োজন নেই সেখানে নিশ্চুপ থাকা মানুষের জন্য মহান সৌন্দর্য। (হুসনুস সামাত ফিস সামাত, ১০৮ পৃষ্ঠা)

❁ সত্য বলা আমার নিকট কসম করার চেয়েও বেশি উত্তম। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১৮০, নম্বর ১১৮১০)

❁ আনন্দচিত্তে সাক্ষাত করা, অধিক কল্যাণ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়ার নামই হলো সদাচরন।

(তিরমিযী, ৩/৪০৪, হাদীস ২০১২)

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ নিজের মুসলমান ভাইদের ভুল ক্ষমা করা হলো বাহাদুরী। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২২১)

❁ চিন্তাভাবনা এমন একটি আয়না, যা তোমাকে তোমার নেকী ও মন্দ কাজ দেখাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৬২)

www.dawateislami.net

❁ **আল্লাহ পাকের** ভালবাসার উদ্দেশ্য হলো: অটলতার সহিত **তাঁর** আনুগত্য করা, যেই কাজ করার তিনি আদেশ দিয়েছেন তা করা আর যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দিয়েছেন তা থেকে বেঁচে থাকাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিন। (উমদাতুল ক্বারী, ১/২২৮)

❁ যদি তুমি **আল্লাহ পাকের** নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্যধারন করতে না পারো তবে নিজের নফসের নিয়তির উপরও ধৈর্যধারন করতে পারবে না। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৬৬)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউন رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করি: (১) কুরআনে পাক, দিনরাত এর তিলাওয়াত করতে থাকো (২) মুসলমানের দলকে অবশ্যই ধরো এবং (৩) মুসলমানের সম্মানের পেছনে লাগা থেকে বেঁচে থাকো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪৭, নম্বর ৩১১৬)

❁ **আল্লাহ পাক** যাকে উত্তম আকৃতি, উত্তম রিযিক এবং নেক পদবী দিলো অতঃপর সে **আল্লাহ পাকের** জন্য বিনয় অবলম্বন করে তবে সে একনিষ্ট **আল্লাহ** ওয়ালাদের অন্তর্ভূক্ত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৭৮, নম্বর ৫৫৬৭)

www.dawateislami.net

❁ এমন কতজন রয়েছে, যারা দিনকে সম্ভাষন জানিয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ করতে পারলো না এবং এমন কতজন রয়েছে, যারা আগামী দিনের অপেক্ষা করলো কিন্তু তা পেলোনা, যদি তুমি মৃত্যু এবং এর দূরত্বের প্রতি চিন্তা ভাবনা করো, তবে অবশ্যই প্রবৃত্তির চাহিদা এবং এর ধোকাকে ঘৃণা করবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৭১, নম্বর ৫৫৩৫)

❁ তাওবাকারীর অন্তর ঐ আয়নার মতো হয়ে থাকে, যাতে প্রতিটি জিনিসই দেখা যায়, তাদের অন্তর উপদেশ দ্রুত গ্রহণ করে এবং তারা নম্রতার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৭৯, নম্বর ৫৫৭১)

হযরত আহমদ বিন হারব رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ নেককারদের প্রতি ভালবাসা পোষন করা, তাঁদের পাশে বসা, তাঁদের সহচর্যে থাকা, তাঁদের কর্ম ও বাণী দেখে আমল করা, মানুষেয় অন্তরের জন্য এরচেয়ে বেশি কোন বিষয় উপকারী নয়। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ৪১ পৃষ্ঠা)

❁ আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য হই, যেই ব্যক্তি জানে যে, তার সামনে সাজানো জান্নাত আর পেছনে ফুটন্ত জাহান্নাম, তবুও তার ঘুম এসে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৪৬)

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যে সদাচরনের সহিত কাজ করে না, সে বৃদ্ধিমান ও চালাক নয় এবং যে সমাজে কোন সুযোগ সুবিধা পায় না, সে যেনো অপেক্ষা করে, এমনকি **আল্লাহ পাক** তার জন্য সমৃদ্ধি এবং তা থেকে বের হওয়ার রাস্তা করে দিবেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২০৫, নম্বর ৩৭১২)

❁ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** জান্নাতকে তোমাদের নফসের মূল্য ঘোষনা করেছেন, অতএব একে এর বিপরীতের বিনিময়ে বিক্রি করো না। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২০৭, নম্বর ৩৭১৮)**

হযরত ইয়াহইয়া বিন খালিদ رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যখন ভালো কথা শুনো, তা লিখে নাও, যখন লিখে নিবে তখন তা মুখস্ত করে নাও আর যখন মুখস্ত করে নিবে তখন বর্ণনা করে দাও। **(ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, ৫/১৮৪, নম্বর ৮০৬)**

❁ দুনিয়া হলো আসা যাওয়ার জিনিস এবং সম্পদ হলো অস্থায়ী, আমাদের পূর্বেকার লোকেরা আমাদের জন্য নমুনা স্বরূপ এবং আমরা আমাদের পরবর্তিদের জন্য হলাম শিক্ষণীয়। **(ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, ৫/১৮৪, নম্বর ৮০৬)**

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ বিন কা'আব কুরাযী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যখন **আল্লাহ পাক** কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তার মাঝে তিনটি স্বভাব সৃষ্টি করে দেন: (১) দ্বীনের জ্ঞান (২) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (৩) নিজের দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৪৭, নম্বর ৩৮৪১)

❁ দুনিয়া হলো ফানা হওয়ার ঘর আর দিন অতিবাহিত করার স্থান। নেককার ও সৌভাগ্যবান লোকেরা এর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলো আর দূর্ভাগা লোকদের হাত থেকে এটি দ্রুত বের হয়ে পালালো। এর পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা দূর্ভাগা আর একে ছেড়ে দেয়া ব্যক্তিরা সৌভাগ্যবান। এটি তার আনুগত্যকারীদের কষ্টে নিক্ষেপকারী, অনুসারীদের ধ্বংসকারী এবং নিজের সামনে নত হওয়া ব্যক্তিদের সাথে খেয়ানতকারী। দারিদ্রতা এর সম্পদ আর আধিক্য এর ক্ষতি এবং এর দিন পরিবর্তন হতে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৪৭, নম্বর ৩৮৪২)

❁ জমিন এক ব্যক্তির জন্য কান্না করে আর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কান্না করে। যার জন্য কান্না করে, সে ঐ সৌভাগ্যবান, যে তার পিঠে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করে এবং যার বিরুদ্ধে কান্না করে, সে ঐ দূর্ভাগা, যে **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতার কারণে জমিনকে বোঝা বানিয়ে দেয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৪৭, নম্বর ৩৮৪৩)

www.dawateislami.net

হযরত আবু ইয়াকুব ফরকদ সাজনী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ পেট সম্পন্নদের জন্য পেটের কারণে ধ্বংস যে, যদি তা পূণ না করে তবে দূর্বল হয়ে যায় আর যদি পূর্ণ করে তবে বোঝা হয়ে যায়। (মওসুয়াতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৪/১১৭, নম্বর ২২৪)

❁ যদি কোন বান্দা সাত বছর পর্যন্ত নিজেকে কোন গুনাহ থেকে বাঁচাতে থাকে তবে পরবর্তিতে সে ঐ গুনাহ সম্পাদন করে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৫৩, নম্বর ৩১৪০)

❁ হে লোকেরা! দুনিয়াকে ধাত্রি ও আখিরাতকে মা বানিয়ে নাও, তোমরা কি ঐ শিশুকে দেখো না, যারা নিজেকে ধাত্রিদের সমর্পন করে দেয় কিন্তু যখন বড় হয় নিজের পিতামাতাকে চিনতে শুরু করে তখন ধাত্রিকে ছেড়ে মাকে সমর্পন করে দেয়, নিশ্চয় আখিরাতও তোমাদের মায়ের মতোই এবং অতিশীঘ্রই তা তোমাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৫৩, নম্বর ৩১৩৬)

❁ তিনি বলেন: আমি তাওরাত শরীফে পড়েছি: যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দুঃখিত অবস্থায় সকাল করলো তবে সে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিতে সকাল করলো, যে ব্যক্তি কোন ধনীর নিকট বসলো এবং তার জন্য বিনয় প্রকাশ করলো তবে তার দুইতৃতীয়াংশ দ্বীন চলে গেলো আর যে ব্যক্তি বিপদ

www.dawateislami.net

আসাতে মানুষের সামনে এর অভিযোগ করলো তবে যেনো সে **আল্লাহ পাকের** অভিযোগ করলো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৫৩, নম্বর ৩১৩৭)

হযরত আবু হাযেম رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ যখন তুমি এটা দেখো যে, তোমার **প্রতিপালক** তোমাকে একের পর এক নেয়ামত দান করছেন আর তুমি **তাঁর** অবাধ্যতা প্রদর্শন করে যাচ্ছো, তবে তোমার **তাঁকে** ভয় করা উচিৎ। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ২২/৬৪, নম্বর ২৬১৩)**

❁ যেমনিভাবে পূর্ণ চেষ্টা করে তোমরা নিজের গুনাহকে গোপন করো, তেমনিভাবে নিজের নেকীও গোপন করার চেষ্টা করো। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ২২/৬৮, নম্বর ২৬১৩)**

❁ দুনিয়ায় যেই জীবন অতিবাহিত করে নিয়েছি তা স্বপ্নের মতো আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হলো আকাংখা।

(আস সাকাতু লিইবনে হাব্বান, ৩/২৫০, নম্বর ৫৬৯)

❁ দুনিয়ায় যেই জিনিসই তোমাকে খুশি করে তার সাথে তোমাকে দুঃখিত করার জিনিস অবশ্যই থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৭৬, নম্বর ৩৯৪৩)

❁ নিশ্চয় আখিরাতের সরঞ্জাম (দুনিয়াবী জীবনে) অনেক সস্তা, অতএব এই সস্তার যুগে তা অধিকহারে জমা

www.dawateislami.net

করে নাও, কেননা যখন তা থেকে খরচ করার দিন আসবে, তা না সামান্য অর্জন করা যাবে না বেশি।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ২২/৫৩, নম্বর ২৬১৩)

হযরত ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ নেকী স্মরণ রাখা আর গুনাহ ভূলে যাওয়া অনেক বড় ধোকা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৮০, নম্বর ৩২৪৪)

❁ ইলম শারীরিক প্রশান্তি ও আরামের সহিত অর্জন করা যায় না। (তারিখে বাগদাদ, ১০/১৪২, নম্বর ৫২৭৯)

❁ তোমাকে কোন ব্যক্তির ধৈর্য হতবাক করবে না, এমনকি তাকে রাগের অবস্থায় দেখে নাও এবং কারো আমনতদারীও তোমাকে হতবাক করবে না, এমনকি তার লোভ ও লালসা দেখে নাও, কেননা তোমার জানা নেই যে, সে কোন পার্শ্ব হয়ে বসবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৮১, নম্বর ৩২৫১)

❁ ইলমের উত্তরাধিকার স্বর্ণের উত্তরাধিকারের চেয়ে উত্তম এবং নেককার হওয়া মুক্তার চেয়েও উত্তম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৭৮, নম্বর ৩২৩৩)

❁ তিনটি জিনিস, যা ঘরে বিদ্যমান থাকে, এর বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়: ﴾১﴿ অহেতুক ব্যয় ﴾২﴿ যেনা এবং ﴾৩﴿ খেয়ানত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৮১, নম্বর ৩২৫২)

www.dawateislami.net

হযরত যুননুন মিসরী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ কেউ জিজ্ঞাসা করলো: মানুষ কিভাবে জানবে যে, সে মুখলিস? বললেন: যখন সে নেককাজ করার সম্পূর্ণ চেষ্টার পরও স্বয়ং এই বিষয়কে পছন্দ করবে যে, আমাকে যেনো সম্মানিত মনে করা না হয়। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ২৩ পৃষ্ঠা)

❁ (তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেদনাগ্রস্থ ব্যক্তি কে? বললেন:) যে সবচেয়ে বেশি অসৎ চরিত্রবান। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

❁ অন্তরে ভয় ও **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের অতীত খারাপ আমলের প্রতি আতঙ্কিত থাকা তোমার "লজ্জা" সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

❁ "লজ্জা" নিরবতার শিক্ষা দেয় আর "ভয়" চিন্তিত রাখে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ১৭/৪৩০)

❁ এমন ব্যক্তির পাশে বসো, যার গুণাবলী তোমার সাথে কথা বলে এবং তার নিকট বসো না, যার জিহ্বা তোমার সাথে কথা বলেন। (কুতুল কুলুব, ১/৩২৪)

হযরত আবু বকর শিবলী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ খারাপ লোকের সহচর্যের ভয়াবহতায় নেক বান্দার ব্যাপারে কুধারনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। (আল কাওয়াকিবুদ দরিয়াতি, ২/৮৬)

www.dawateislami.net

❁ কৃতজ্ঞতা হলো; দৃষ্টি নেয়ামত দানকারীর প্রতি হওয়া, নেয়ামতের প্রতি নয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/১০৩)

❁ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে রহমত ও দান দেখে তাঁকে ভালবাসে, তবে সে ভালবাসায় একনিষ্ট নয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩৯৫, নম্বর ১৫৫৯১)

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رحمۃ اللہ علیہ বাণী

❁ আমি আমার অন্তর, জিহ্বা এবং নফসের সংশোধনের জন্য দশ বছর অতিবাহিত করেছি, এতে আমার সবচেয়ে বেশি কঠিন অন্তরের সংশোধন করাকে মনে হয়েছে।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯৮ পৃষ্ঠা)

❁ তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: আমি প্রতিটি জিনিসের চিকিৎসা করেছি কিন্তু নফসের চিকিৎসার চেয়ে কঠিন চিকিৎসা আর পাইনি, অথচ এই নফস আমার নিকট সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩৭, নম্বর ১৪৪২৬)

❁ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: বুযুর্গগণ মারিফাত কিভাবে অর্জন করেন? বললেন: তাঁরা নিজেদের হক ছেড়ে দেন এবং **আল্লাহ পাকের** ফরয সমূহে লেগে যান।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩৯, নম্বর ১৪৪৪১)

www.dawateislami.net

❁ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আরিফের (অর্থাৎ **আল্লাহ**র পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাতদের) নিদর্শন কি? বললেন: **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে অলসতা না করা, বান্দার হক আদায় করাতে অবহেলা না করা এবং **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কারো প্রতি মন না লাগানো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩৯, নম্বর ১৪৪৪৩)

❁ ক্ষুধা হলো মেঘ, বান্দা যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন অন্তরে জ্ঞান ও হিকমতের বর্ষন হয়ে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৪০, নম্বর ১৪৪৪৮)

❁ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখবে, যাকে কারামত দান করা হয়েছে, যদিও সে বাতাসে উড়ছে তবে তাতে ধোকা খেয়ো না, এমনকি দেখে নাও যে, সে নেকীর দাওয়াত দেয়া, খারাপ কাজে নিষেধ করা, **আল্লাহ পাকে**র সীমার সুরক্ষা এবং শরীয়তের বিধান পালনে কেমন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৪১, নম্বর ১৪৪৫৩)

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رحمة الله عليه এর বাণী

❁ **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তি অন্তর খুলেন না, যার মাঝে তিনটি বিষয় রয়েছে: (১) বেঁচে থাকার ইচ্ছা (২) সম্পদের ভালবাসা এবং (৩) গতকালের দুঃখ।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০১, নম্বর ১৪৯২০)

www.dawateislami.net

❁ মানুষের খারাপ ও নিকৃষ্ট স্বভাবের নিরীক্ষণ করো না বরং নিজের ব্যাপারে ইসলামী চরিত্রের নিরীক্ষণ এবং যাচাই বাচাই করো, এক পর্যায়ে তুমি অনুগত হয়ে যাবে এবং তোমার অন্তরে আর তোমার নিকট তোমার অবস্থার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০২, নম্বর ১৪৯২৩)

❁ ইলম ব্যতীত সারা দুনিয়া হলো অজ্ঞতা, একনিষ্ঠতা ব্যতীত সকল আমল ধুলোকণার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কণার এবং একনিষ্ঠতা সম্বলিত আমলেও তুমি ভয় করতে থাকো, এক পর্যায়ে তুমি জানতে পারবে যে, আমল কবুল হয়েছে কি না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৩, নম্বর ১৪৯২৬)

❁ ইলমের কৃতজ্ঞতা হলো আমল আর আমলের কৃতজ্ঞতা হলো ইলমের আধিক্য।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৩, নম্বর ১৪৯২৭)

❁ পেট পূর্ণ করা উদাসীনতার মূল।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৩, নম্বর ১৪৯৩১)

❁ মানুষ গুনাহের উপর যখন অটল থাকে, তখন তার রসকল নেকীতে প্রবৃত্তির চাহিদার মিশ্রণ থাকে এবং যতক্ষণ সে একটি গুনাহেও অটল থাকে, তবে তার নেকীসমূহ একনিষ্ঠ হতে পারে না। তাছাড়া সে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ সে

www.dawateislami.net

নিজের নফসের ঐ সকল বিষয় থেকে বের হয়ে যাবে না, যা সম্পর্কে সে জানে যে, এটা **আল্লাহ পাকের** অপছন্দনীয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৪, নম্বর ১৪৯৩২)

❁ ঐ ইলম থেকে উত্তম কাউকেও কোন কিছু দান করা হয়নি, যার কারণে (বান্দার) **আল্লাহ পাকের** প্রতি মুখাপেক্ষীতা বৃদ্ধি পায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৪, নম্বর ১৪৯৩৪)

❁ বান্দার জন্য চারটি বিষয় এমন, যা **আল্লাহ পাক** নিজের (দয়ার) দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন: ﴾১﴿ যে **আল্লাহ পাককে** ভয় করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে নিরাপত্তা দিবেন। ﴾২﴿ যে **তাঁর** প্রতি আশা রাখবে, সে নিজের আশায় পৌঁছাবে। ﴾৩﴿ যে নেকীর মাধ্যমে **তাঁর** নৈকট্য অর্জন করবে, **তিনি** তার নেকী সমূহ কবুল করবেন এবং একটির বিনিময়ে ১০টির সাওয়াব দান করবেন। ﴾৪﴿ যে **তাঁর** উপর ভরসা করবে, **তিনি** তার ভরসা কবুল করবেন, তাকে নফসের নিকট সমর্পণ করবেন না এবং তার কার্যক্রমের দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিবেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: সেই আমল কোনটি, যা মানুষ করে থাকে, এমনকি নিজের নফসের দোষত্রুটি সম্পর্কে জেনে যায়? বললেন: মানুষ তার নফসের দোষত্রুটি ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের সকল অবস্থায়

www.dawateislami.net

নফসের পর্যবেক্ষন করবে না। আরয করা হলো: সেই মর্যাদা কোনটি, যার উপর অধিষ্ঠিত হওয়া ব্যক্তি (**আল্লাহর**) দাসত্বের মর্যাদায় পৌঁছে যায়? বললেন: যখন উপায় গ্রহণ করা ছেড়ে দেয়। আরয করা হলো: সেই মর্যাদা কোনটি, যার উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সত্যবাদীতার মর্যাদায় পৌঁছে যায়? বললেন: যখন **আল্লাহ পাকের** আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে তাঁর উপর ভরসা করে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৫, নম্বর ১৪৯৪১)

❁ আশা হলো সকল গুনাহের জমিন, লোভ হলো সকল গুনাহের বীজ এবং তালবাহানা হলো সকল গুনাহের পানি। অনুতাপ হলো সকল আনুগত্যের জমিন, বিশ্বাস হলো সকল আনুগত্যের বীজ এবং আমল হলো সকল আনুগত্যের পানি। তুমি যতটুকু তোমার দুনিয়াকে নিচে নামাবে, তুমি ততটুকু তোমার আখিরাত সজ্জিত করবে। তুমি যতটুকু তোমার নফস, প্রবৃত্তির চাহিদা এবং নিজের কামভাবের বিরোধীতা করবে ততটুকু তুমি তোমার **মাওলাকে** সন্তুষ্ট করবে। যতটুকু তুমি তোমার শত্রু শয়তান এবং তার শত্রুতাকে জানবে ততটুকু তোমার **প্রতিপালককে** জানবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৫, নম্বর ১৪৯৪৫)

❁ যে খারাপ ধারনা পোষণ করে সে বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, যে অহেতুক কথাবার্তা বলে সে

www.dawateislami.net

সত্যবাদীতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে এবং যে অযথা কাজে লিপ্ত হয় সে পরহেযগারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে আর যে এই তিনটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে সে ধ্বংসে পতিত হয় এবং তাকে শত্রুদের রেজিস্টারে লিখে দেয়া হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২০৫, নম্বর ১৪৯৪৬)

❁ "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه" বলার সাওয়াব **আল্লাহ পাকের** দীদারই আর জান্নাত তো আমলের প্রতিদান।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২১৪, নম্বর ১৫০১২)

❁ হযরত আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সালিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমি হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আরয করলো: হে উস্তাদ সাহেব! আসল আহার কি? বললেন: সর্বদা যিকির করা। ঐ ব্যক্তি বললো: আমি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি না বরং আমি তো মানুষের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন: হে বান্দা! বিষয়গুলো **আল্লাহ পাকেরই** কারণে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই ব্যক্তি আরয করলো: আমার উদ্দেশ্য এটা নয় বরং আমি তো এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি, যা ছাড়া উপায় নেই। তিনি বললেন: হে যুবক! **আল্লাহ পাক** ব্যতীতও কোন উপায় নেই।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২১৮, নম্বর ১৫০২২)

www.dawateislami.net

হযরত দাতা আলী হাজবেরী رحمۃ اللہ علیہ এর বাণী

❁ আগুনে কদম রাখা তো নফস মেনে নিতে পারে কিন্তু ইলমের উপর আমল করা এর চেয়ে আরো অনেক গুণ কঠিন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৭০ পৃষ্ঠা)

❁ যেই ধরনের লোকের সহচর্য গ্রহণ করা হয় নফস তারই স্বভাব ও চরিত্র গ্রহণ করে নেয়। (কাশফুল মাহজুব, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

❁ আমলের রূহ হলো একনিষ্ঠতা, যেমনিভাবে শরীর রূহ ব্যতীত শুধুমাত্র একটি পাথর, তেমনিভাবে আমল একনিষ্ঠতা ব্যতীত নিছক ধুলোবালি। (কাশফুল মাহজুব, ৯৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উপদেশ মূলক বাণী

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

তোমার রিযিক তোমাকে ফরয ও ওয়াজীব সমূহ আদায় করা থেকে যেন উদাসীন করে না দেয়, এভাবে তুমি তোমার আখিরাতকে ধ্বংস করে দিবে। নিশ্চয়ই রিযিক এতকুটুই লাভ করবে আল্লাহ পাক যতটুকু লিখে দিয়েছেন।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪/৩০২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net